EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-885-55-00
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনার বক্তব্য
ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি প্লেনারি সেশন

১৬ই এপ্রিল, ২০১২

এফবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট এ.কে. আজাদ

এফবিসিসিআই ভাইস প্রেসিডেন্ট মোঃ জসিম উদ্দিন

এফবিসিসিআই ভাইস প্রেসিডেন্ট মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বাবু

মাত্র ৪০ বছরের একটু বেশি সময় আগে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক জনগোষ্ঠীর গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করে। সিনেটর এডওয়ার্ড এম. কেনেডির মতো বাংলাদেশের পুরোনো বন্ধুরা বাংলাদেশে আসতে পেরে সম্মানিত বোধ করে এবং এদেশের সাহসী ও ঐক্যবদ্ধ জনগণের অগাধ আশাবাদ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিনিময় করে।

১৯৭২ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেটর কেনেডি একটি বক্তৃতা দেন। এই কক্ষে উপস্থিত অনেকেই হয়তো সেই বক্তৃতাকালে উপস্থিত ছিলেন। সিনেটর কেনেডি বলেন, "আগামী প্রজন্মগুলোতে বাংলাদেশের গল্প সবার জন্য একটি শিক্ষা হিসেবে কাজ করবে... স্বাধীনতা আপনাদের এবং এর ভবিষ্যতের রূপকার একটি নতুন বাঙ্গালি জাতি।"

আজ, দুই দশকব্যাপী কার্যকরি অর্থনৈতিক নীতি ও শতকরা ৬ ভাগের গড় টেকসই বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি, কৃষি উৎপাদনে বিশাল উৎকর্ষতা, দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বাস্থ্য উন্নয়নে এগিয়ে যাওয়ার ফলে বাংলাদেশ এখনো আশা ও সুযোগের একটি ঝর্ণার মতো। বাংলাদেশ এখনো ভবিষ্যতের রূপকার এবং আমার সরকার ও আমেরিকান ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো এই ভবিষ্যতের অংশ হতে পেরে আনন্দিত।

একটি বিশাল ও সক্রিয় সুশীল সমাজের আবাসস্থল; সমস্যায় জর্জরিত একটি অঞ্চলে সহিংস চরমপন্থার বিকল্প হিসেবে মধ্যপন্থী, ধর্মনিরপেক্ষ, সহনশীল, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র; আঞ্চলিক সহযোগিতা ও

অংশগ্রহণের পক্ষে একটি ইতিবাচক শক্তি এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষাবাহিনীতে অবদান রাখছে এমন শীর্ষস্থানীয় দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ওয়াশিংটনে উন্নয়নের উদ্ভাবক হিসেবে নিজেকে পরিচিত করে তুলেছে।

একটি সহনশীল, কঠিন পরিশ্রমী শ্রমিকগোষ্ঠীর আবাসস্থল, একটি সফল গার্মেন্ট ও শ্রম রপ্তানিকারক এবং চীনসহ এশিয়া ও বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চল থেকে যখন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো উৎপাদন প্রক্রিয়া সরিয়ে নিচ্ছে তখন এই অবস্থার সম্ভাব্য সুবিধাভোগী হিসেবে ওয়াল স্ট্রিটে বাংলাদেশের স্টক মার্কেট একটি সম্ভাবনাময়ী বাজার হিসেবে উঠে এসেছে। আমেরিকা ও বিশ্বের বাণিজ্যিক এলাকাগুলের বণিক ও ভোক্তাদের কাছে বাংলাদেশের উচ্চমানের গার্মেন্টস, টেক্সটাইল ও চামড়াজাত পণ্য আরো অধিক পরিচিত হয়ে উঠছে।

বিশ্ব একটি নতুন বাংলাদেশের জাগরণ সাক্ষ্য করছে। কয়েক মাস আগে আমি চট্টগ্রামে ঘোষণা দিয়েছিলাম, বাংলাদেশ আগামীর এশিয়ান টাইগার - বেঙ্গল টাইগার হতে প্রস্তুত। আগামী দশকের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশ হওয়ার লক্ষ্যে পৌঁছতে, একটি সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ প্রস্তুত।

আমি যে বেঙ্গল টাইগারের স্বপ্ন দেখি সে বিশ্বের সর্ববৃহৎ উচ্চমানের তৈরি পোষাকের রপ্তানিকারকে পরিণত হবে, বিশ্বের সর্ববৃহৎ ঘরোয়া টেক্সটাইল সামগ্রীর রপ্তানিকারকে পরিণত হবে, তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারে পরিণত হবে, ছোট মালবাহী জাহাজের প্রভাবশালী নির্মাণকারকে পরিণত হবে, অনেক ওষুধজাত দ্রব্যের শীর্ষস্থানীয় উৎপাদনকারীতে পরিণত হবে, বিশ্বে কাঁচা রেশম ও রেশমজাত দ্রব্যের বিশাল সরবরাহকারীতে পরিণত হবে এবং চমৎকার চামড়াজাত দ্রব্যের রপ্তানীকারকে পরিণত হবে।

আমি যে বেঙ্গল টাইগারের স্বপ্ন দেখি সে বঙ্গোপসাগরে একটি কৌশলগত আঞ্চলিক বাণিজ্যিক সংযোগস্থলে পরিণত হবে যা দক্ষিণ এশিয়াকে চীন, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে সংযুক্ত করবে।

আমি যে বেঙ্গল টাইগারের স্বপ্ন দেখি সে একটি সুস্থ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সুশিক্ষিত শ্রমিকগোষ্ঠীর আবাসস্থল হবে। এটি এমন একটি শ্রমিকগোষ্ঠী যা বাংলাদেশ ও অন্যান্য অনেক দেশে উন্নয়নের প্রসারে কঠিন পরিশ্রম করে চলেছে।

আমি যে বেঙ্গল টাইগারের স্বপ্ন দেখি সে একটি কার্যকরি, উৎপাদনশীল ও ক্রমবর্ধমান বৈচিত্র্যতা সম্পন্ন একটি কৃষিখাতের দেশ। এই কৃষিখাত নিজ দেশের খাদ্য স্বয়ংসম্পুর্নতা অর্জনের লক্ষ্যে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করে যাতে সকল বাংলাদেশী একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ও পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস হতে লাভবান হয়। এই বেঙ্গল টাইগার কোনো কল্পকাহিনীর প্রাণী নয়।

আগামী দশকের মধ্যেই এই বেঙ্গল টাইগার বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মঞ্চে গর্বের সঙ্গে বিচরণ করতে পারে।

এটা আমার একার বিশ্বাস নয়। ম্যাককেন্সি প্রতিবেদন বাংলাদেশের বিশ্বের সর্ববৃহৎ তৈরি পোষাকের ও ঘরোয়া টেক্সটাইল সামগ্রীর রপ্তানিকারক হয়ে ওঠার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ্য করেছে। গোল্ডম্যান সাকস্ বাংলাদেশকে আগামীর সম্ভাবনাময়ী এগারোটি বাজারের অন্যতম হিসেবে উল্লেখ্য করেছে। তথ্যপ্রযুক্তি খাত, জাহাজ নির্মাণ, ওষুধজাত দ্রব্যের খাত, চামড়াজাত দ্রব্য, রেশম ও অন্যান্য সম্ভাবনাময়ী খাতের উদ্যোক্তাগণ তাদের সংশ্লিষ্ট খাতের উজ্জ্বল ভবিষ্যত নিয়ে প্রত্যাশায় উদ্বেলিত হয়ে আছেন।

এখানকার মানুষের কর্মশক্তি, শৈলী, কঠিন পরিশ্রমে নিবদ্ধ উদ্যোক্তাদের শোরগোল, এদেশের নাগরিকদের প্রত্যাশা ও সামনে এগিয়ে যাওয়ার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং বিশেষ করে আরো সুযোগ অর্জনের আশায় নিজ সন্তানদের শিক্ষিত করে তোলার প্রতি নিবেদন দেখে বাংলাদেশে প্রথমবার সফর করছেন এমন ব্যক্তিদের মনকেও স্পর্শ করে।

নিশ্চয়ই, বাংলাদেশ বিভিন্ন রূপে আশীর্বাদপুষ্ট:

- এদেশ একটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও একই ভাষা দ্বারা ঐক্যবদ্ধ
- এর সংস্কৃতি শিক্ষা, বাণিজ্য ও কঠিন পরিশ্রমকে মূল্যায়ন করে
- এদেশের মানুষ কর্মশক্তিসম্পন্ন, বৈচিত্র্যময়, সৃষ্টিশীল,উদ্যোক্তামনস্ক ও সহনশীল এবং
- প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে এদেশে। উর্বর জমি, যথেষ্ট পরিমাণ পানি, উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদ, উচ্চমানের কয়লা মজুদের মতো আরো অনেক সম্পদ রয়েছে।

জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম দেশের বৈশ্বিক অর্থনীতিতে নিজের প্রাপ্য স্থান গ্রহণের সময় হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।

তবে, এটা আপনাআপনি হবে না। বাৎসরিক শতকরা ৬ ভাগের টেকসই প্রবৃদ্ধি একটি বিশাল অর্জন তবে, শুধুই এটাই যথেষ্ট নয়। অর্থনীতির পরবর্তী পর্যায়ে পৌঁছতে হলে বাংলাদেশকে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে হবে যা বিশাল পরিমাণ বিনিয়োগ বান্ধব হবে এবং বাণিজ্য আরো অনেক প্রসারিত করতে হবে, যেমনটি বাংলাদেশের প্রতিবেশীরা উত্তরপূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া অঞ্চলে করেছে। বাংলাদেশের ব্র্যান্ডের উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে হবে।

ব্যবসায়ী জনগণ হিসেবে আপনারা জানেন এ পথে আপনাদের কি কি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। আর এই বিষয়ে আপনাদের মন্তব্য শুনতে আমি উদগ্রীব হয়ে আছি। তবে, একটি মুহূর্তের জন্য কল্পনা করুন যে আপনাদের ব্যবসা ও আসন্ন বছরগুলোতে অন্যান্য ব্যবসাগুলোর জন্য নিম্নলিখিত দৃশ্যপটগুলো কি কি সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে:

- একটি আধুনিক ও কার্যকরি চট্টগ্রাম বন্দরের পাশাপাশি চট্টগ্রাম ও ঢাকার মধ্যে একটি আধুনিক রাস্তা, রেলপথ ও জলপথে মালপত্র চলাচলের জন্য একটি সহযোগী পরিবহন ব্যবস্থা।
- আধুনিক রাস্তা ও ব্রিজের সমন্বয়ে তৈরি আরো প্রসারিত পরিবহন ব্যবস্থা যা রাজধানীর সঙ্গে অন্যান্য বড় শহরের বন্দর জনসংখ্যার কেন্দ্রবিন্দুগুলোকে সংযুক্ত করবে। একইসঙ্গে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গেও এই পরিবহন ব্যবস্থা সংযোগ স্থাপন করবে।
- বিশাল পরিসরে বর্ধমান একটি অর্থনীতির পরিচালনার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ গ্যাস, কয়লা ও জ্বালানির সরবরাহ।
- আইনের উন্নত শাসন যেখানে বাণিজ্যিক সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য একটি সুষ্ঠ, বিশ্বাসযোগ্য ও কার্যকরি পন্থা বিদ্যমান।
- কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে ও জীবনমান উন্নত করবে এমন বিনিয়োগকে আমন্ত্রণ জানায়, উৎসাহিত করে এবং সেই বিনিয়োগে সহায়তা প্রদান করে এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি।
- একটি টেকসই, দৃঢ় গণতন্ত্র যা সবার সম্মতিক্রমে গঠিত নিয়মনীতি মেনে চলে। এবং
- আরো অনেক উৎপাদনশীল ও বৈচিত্র্যময় কৃষিখাত যা বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করবে এবং এর নাগরিকদের জন্য একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ও পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস নিশ্চিত করবে। একইসঙ্গে, রপ্তানিজাত পণ্যে আরো পণ্য সামগ্রী ও মূল্য সংযোজন করবে।

এই দৃশ্যপটগুলোর কোনোটিই সহজ নয় তবে, এর সবগুলোই বাস্তবায়ন সম্ভব। এগুলো বাস্তবায়ন করবে এমন কোনো জাদুর ছড়ি নেই। কেবল - ব্যবসায়িক জনগোষ্ঠী, সরকার, সুশীল সমাজ এবং আন্তর্জাতিক জনগোষ্ঠী - সর্বক্ষেত্রের যৌথ প্রচেষ্টাতেই এটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

এই প্রচেষ্টায় একটি বিশাল উন্নয়ন সহযোগী ও একটি বিশাল বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ অংশীদার ভূমিকায় আমেরিকা আপনাদের অংশীদার হিসেবে উপস্থিত রয়েছে।

আমেরিকা আগামী পাঁচ বছরে উন্নয়ন সহযোগীতা হিসেবে বাংলাদেশে ১০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে। বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ কয়েকটি দেশের অন্যতম যারা যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি প্রেসিডেন্সিয়াল উন্নয়ন উদ্যোগের ক্ষেত্রেই গুরুত্ব পাচ্ছে। এই তিনটি উদ্যোগের লক্ষ্য হলো খাদ্য নিরাপত্তা, উন্নত স্বাস্থ্য ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করা। এই তিনটি কর্মসূচির কেন্দ্রে রয়েছে ফিড দ্য ফিউচার উদ্যোগটি, যার লক্ষ্য হলো কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা, খাদ্য সরবরাহের উন্নয়ন এবং আরো ভালো পুষ্টি নিশ্চিত করা। ফিড দ্য ফিউচার ও আমাদের বিশাল স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট কর্মসূচিগুলো একটি আরো সুস্থ বাংলাদেশের প্রসার করছে যা বিস্তৃত সমৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য। অন্যান্য সহায়তার মধ্যে রয়েছে সুশাসনের ক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে এবং সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোর সঙ্গে আইনের শাসন শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা।

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগকারী এবং গত বছর আমাদের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ প্রথমবারের মতো ৬০০ কোটি ডলারের সংখ্যা অতিক্রম করে যার ফলে বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের সবচেয়ে বৃহৎ ও সম্মানিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো এদেশে গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ করছে। বিশেষ করে জ্বালানি খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ সবচেয়ে উল্লেখ্যযোগ্য এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশের পরিবহন খাত ও অন্যান্য সম্ভাবনাময়ী খাতে সৃষ্ট নতুন সুযোগগুলো গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসছে। তারা বাংলাদেশে বিদ্যমান সম্ভাবনাকে চিহ্নিত করায় এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ চর্চাগুলোর, জ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং আমেরিকার কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা সংশ্লিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির বিনিময়ের মাধ্যমে এদেশের উন্নয়নে অবদান রাখায় আমরা আনন্দিত।

আমি আনন্দিত যে তুলনামূলক ছোট আমেরিকান বিনিয়োগকারীরা বিশেষ করে বাংলাদেশী আমেরিকানরা বাংলাদেশের প্রতি আরো বেশি মনোযোগী হচ্ছে।

আমেরিকা সত্যিকার অর্থেই একটি সোনার বাংলাদেশ বাস্তবায়নে আপনাদের অংশীদার তবে এই যাত্রায় বাংলাদেশকেই নেতৃত্ব দিতে হবে।

বাংলাদেশের সরকার বাংলাদেশের ভবিষ্যত সম্বন্ধে একই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করায় এবং এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করার চেষ্টা করছে বলে আমি আনন্দিত।

এই মর্মে সরকার কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, যেমন জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি করা যাতে জ্বালানি খাতে ভর্তুকির ফলে বাজারে যে সমস্যার সৃষ্টি হয় তা হ্রাস করা যায়।

বিষয়টি স্বল্পমেয়াদে কিছুটা কষ্টকর হলেও এই পদক্ষেপগুলো জ্বালানি সরবরাহ খাতে আরো বিনিয়োগ আকৃষ্ট করবে এবং অর্থনৈতিক মূলনীতিগুলোর উন্নয়ন সাধন করবে।

আশা করা যায় খুব শীঘ্রই আমরা একটি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগীতা ফোরাম চুক্তি স্বাক্ষর করবো। যার ফলে এমন একটি ফোরাম গড়ে উঠবে যার মাধ্যমে এই দুই দেশের মধ্যে আরো বাণিজ্য ও বিনিয়োগে বিঘ্ন সৃষ্টি করে এমন বিষয়গুলো চিহ্নিত ও মোকাবেলা করা যাবে।

ব্যবসায়িক নেতৃবৃন্দ হিসেবে আপনাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। আমাদের যে কারো চেয়ে আপনারা এই চ্যালেঞ্জগুলো সম্বন্ধে আরো ভালো অবগত। আপনারা এদেশের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দৃশ্যপটগুলো বোঝেন। আপনাদের রাজনৈতিক প্রভাব ও ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক রয়েছে। আপনারা হলেন সেই চালিকাশক্তি যা অর্থনৈতিক নীতির বিষয়টিকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে পারবে। যেসব পরিবর্তন এই শক্তিশালী দেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে জাগ্রত করতে সহায়তা করবে সেগুলোর পক্ষে উপদেষ্টামূলক ভূমিকা রাখতে এফবিসিসিআইয়ের গুরুত্ব নিশ্চয়ই অনেক।

একটি নতুন বাংলাদেশ, সোনার বাংলাদেশ গড়তে এবং আগামী দিন এদেশের মানুষ ও তাদের সন্তানদের জন্য আরো উন্নত জীবনমান বয়ে আনবে এমন প্রত্যাশা সম্বলিত একটি মধ্য আয়ের বাংলাদেশ গড়ার প্রচেষ্টায় আপনাদের প্রত্যেককে আমি ব্যক্তি পর্যায়ে, নেতৃত্বদানকারী ব্যবসায়ী হিসেবে ও জাতির স্বনামধন্য নেতৃবৃন্দ হিসেবে এবং সমষ্টিগতভাবে এফবিসিসিআইয়ের সদস্য হিসেবে শুভেচ্ছা জানাতে চাই। ধন্যবাদ।

==========

জিআর/ ২০১২